তারিখ ... 23/2/78 ... ...
পৃষ্ঠা... ..৯... কলাম..৯... ...

ইত্তেফাক

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৮৪

'একুশে পদক' প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এবার যাঁহাদের 'একুশের পদকে' ভূষিত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গত মঙ্গলবারের 'দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রকাশিত হইয়াছে। আজ (বৃহস্পতিবার) অবশিষ্ট ৯ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করা হইল। (বাঃ সঃ)।

কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন

জন্ম ১৯০১ সালে। কবি নজরুলের সমসাময়িক ও তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর। 'মুসলিম জগৎ' ও 'সাম্যবাদীর' সম্পাদক। 'আমাদের নবী', 'মুসলিম বীরাংগনা', 'খুলাফা-ই-রাশেদীন', 'রং মশাল' 'বনি আদম' প্রভৃতি প্রায় ৫০টি গ্রন্থের রচয়িতা। শিশু-কিশোর ও বড়দের গদ্য-পদ্য সব রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। ইতিপূর্বে বাংলা একাডেমী, ইউনেসকো প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিত।

কবি আহসান হাবীব

জন্ম ১৯১৭ সালে। চল্লিশ দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জনাব আহসান হাবীব 'রাত্রিশেষ', 'ছায়া হরিণ', 'সারা দুপুর আশায় বসতি', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে 'অরণ্য নীলিমা,' 'জাফরানী রং পায়রা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইতিপূর্বে কাব্যসাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী ও আদমজী পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী এখনও অবিচল রহিয়াছে।

সুফী জুলফিকার হায়দার

জন্ম ১৮৯৯ সালে কবি নজরুল ইসলামের সমসাময়িক ও তাঁহার একনিষ্ঠ সহচর। কবি সুফী জুলফিকার হায়দারের কবিতা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রহিয়াছে। 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম', 'ফের বানাও মুসলমান' এবং 'ভাঙ্গা তলোয়ার' তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়'। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সাহিত্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন।

অর্জন করিয়াছে। অবসর নেওয়ার পরও তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, বিভিন্ন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সদস্য এবং বিদেশে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন।

জনাব নুরুল মোমেন

জন্ম ১৯০৮ সালে। দেশের নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যচর্চার অগ্রগতিতে জনাব নূরুল মোমেনের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে। নাট্যকার হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। তাঁহার রচিত নাটকের সংখ্যা ২০টি। তাঁহার কয়েকটি নাটক বিভিন্ন সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু নাটক পরিচালনা করেন।

সফি উদ্দীন আহম্মদ

জন্ম ১৯২২ সালে। কলকাতা গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্টসে পড়াশুনা শেষে লণ্ডনের সেণ্ট্রাল স্কুল অব আর্টস হইতে Etching এবং Engraving-এ জনাব সফিউদ্দীন আহমদ কৃতিত্বের সাথে কোর্স সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের গ্রাফিক শিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যরত। তিনি দেশ ও বিদেশে বহু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার 'সোনালী ফসল', 'দি এ্যাংরি ফিশ,' 'সাতাল রমণী', 'রিটার্ণ ফ্রম দি ফেয়ার' প্রভৃতি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' পুরস্কার দেন।

লায়লা আর্জুমান্দ বানু

জন্ম ১৯২৯ সালে। মুসলিম মহিলা কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বেতার অনুষ্ঠানে মিসেস লায়লা আর্জুমান্দ বানু তদানীন্তন মুসলিম সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা রেডিও কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম গায়িকা ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘ ৩৮ বছর যাবৎ রেডিওর নিয়মিত শিল্পী হিসাবে তিনি নিরলসভাবে কাজ করিয়াছেন। উর্দু-ফার্সি গজল, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত এবং লোক গীতিতে সমান পারদর্শী মিসেস বানু দেশ-বিদেশে বহু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচুর সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

মরহুমা আভা আলম

১৯৪৭—৭৬ সাল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পী মরহুমা আভা আলম এক সংগীত রসিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সংগীতের প্রতিভা তাঁহাকে শৈশবে বিভিন্ন খ্যাতনামা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে অনুপ্রাণিত করে এবং ৯ বছর বয়স হইতে রাগ-সংগীতের দুরূহ কলা কৌশল আয়ত্ত করা শুরু করেন। রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী আভা আলম বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তদানীন্তন পাকিস্তানের বেতার ও টিভির নিয়মিত শিল্পী ছিলেন এবং পাকিস্তানের খ্যাতনামা ওস্তাদদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেয়ার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের আসরে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেন। বাংলাদেশ কণ্ঠশিল্পী সংস্থা তাঁহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি লংপ্লে রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমীর ১৯৭৭ সালের একুশে পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সাহিত্যিকবৃন্দ : (উপর হইতে নীচে) জনাব আবদুর রশীদ খান ও জনাব মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (কবিতায়), মির্জা আবদুল হাই ও জনাব হাসনাত আবদুল হাই (ছোট গল্প), জনাব আবদুল হাফিজ (অনুবাদ), ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার (গবেষণা), জনাব মাহমুদুল হক (উপন্যাস) মিঃ সুকুমার বড়ুয়া (শিশু সাহিত্য) ও জনাব জিয়া হায়দার (নাটক)

জন্ম ১৮৯৮ সালে। মুসলমান ঔপন্যাসিকদের পুরোধা হিসাবে মাহবুবুল আলম অভিবক্ত বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার লেখা 'মোমেনের জবানবন্দী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে আজও বিবেচিত। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (তিন খণ্ড), 'পল্টন জীবনের স্মৃতি ; 'মফিজন ; 'গোঁফ সন্দেশ', 'তাজিয়া', 'গাঁয়ের মেয়ে', 'সঙ্কট কেটে যাচ্ছে' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৃদ্ধ বয়সের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল চার খণ্ডে লিখিত 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'। তিনি উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি এখনও নিরলসভাবে সাহিত্যের সেবা করিয়া চলিয়াছেন।

ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন

জন্ম ১৯০১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা জীবন কাটাইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রজীবনে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ডক্টর হোসেন তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ ফলের জন্যে সুনাম অর্জন করেন। অবিভক্ত বাংলায় তিনিই প্রথম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট (ডি ফিল) লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তৃতীয় ইউনেসকো সেশনে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি হিসাবে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানদের সম্মেলনে যোগাদান করেন। তিনি পাকিস্তান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়-এর সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। বাংলা, ইংরাজী ও আরবী ভাষায় তাঁহার গবেষণা গ্রন্থ সুধীমহলের প্রশংসা